যুগান্তর

তারিখ ... 18 NOV 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

ঢাবির চার কর্মকর্তা কর্মচারী গ্রেফতার

টাকার বিনিময়ে অগ্রিম ফল প্রকাশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধীনে মেডিকেলের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার ফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের আগেই ফাঁস করে দেয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পৃথক সময়ে তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। রাতে এ ঘটনায় শাহবাগ থানায় ঢাবি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বাহালুল হক চৌধুরী বাদী হয়ে মামলা করেছেন। রাতেই ওই মামলায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের কন্ট্রোলার রণজিৎ রঞ্জন চৌধুরী, কর্মচারী বিধান চন্দ্র মজুমদার এবং নিরাপত্তাপ্রহরী আবুল হোসেন ও এস্টেট অফিসের অধীনে প্রক্টরের কার্যালয়ের মোবাইল টিমের সদস্য শাহাদাৎ আলী স্বপনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, মেডিকেলের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশের আগেই গ্রেফতারকৃতরা টাকার বিনিময়ে ফল প্রকাশ করে দিত। অনেক সময় ফল পরিবর্তন করে দেবে— এমন শর্তেও তারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিত। সম্প্রতি এক ছাত্রীর সঙ্গে এমন প্রতারণা করে তারা। পরে ওই ছাত্রী বিষয়টি প্রশাসনকে অবহিত করেন। তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে শাহাদাৎ আলী স্বপনকে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের নিরাপত্তাপ্রহরী আবুল হোসেনের সহযোগিতায় সে এ কাজ করে থাকে বলে জানায়। পরে আবুল হোসেনকেও আটক করা হয়। রাতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

এ প্রসঙ্গে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বাহালুল হক চৌধুরী বলেন, কর্তৃপক্ষ কখনোই এ ধরনের ঘটনাকে প্রশ্রয় দেয় না। অভিযোগ পাওয়ার পরপরই কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে এ ঘটনার সঙ্গে স্বপনের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদে একে একে অন্যদের চিহ্নিত করে আটকের পর পুলিশে দেয়া হয়েছে। শাহবাগ থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক জানান, অগ্রিম ফল প্রকাশের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। রাতে এ ব্যাপারে একটি মামলা হয়েছে। কীভাবে ফল প্রকাশ করা হয় তা জানতে গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে তিনি জানান।